চাকরি রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের দাবিতে দামুড়হুদায় শিক্ষকদের মানববন্ধন

দামুড়হুদায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত ‘মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম’ প্রকল্পের শিক্ষক-কর্মচারী, কেয়ারটেকারসহ সংশ্লিষ্ট জনবলকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর এবং সরকারি গ্রেডে বেতন-ভাতা প্রদানের দাবিতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। পরে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুপস্থিতিতে স্মারকলিপি গ্রহণ করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. শাহিন আলম।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ১৯৯৩ সালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উদ্যোগে শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক এ প্রকল্প চালু করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেশের শিক্ষা বিস্তার, নৈতিক মূল্যবোধের জাগরণ এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণে প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ইতোমধ্যে সফলভাবে সাতটি পর্যায় সম্পন্ন করে প্রকল্পটি বর্তমানে অষ্টম পর্যায়ে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে সারা দেশে এ প্রকল্পে ৭১ হাজার ৯৪৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন।

বক্তারা আরও বলেন, দীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে অত্যন্ত স্বল্প ভাতা এবং চরম অনিশ্চয়তার মধ্যেও তারা সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তারা শুধু পাঠদানই করেন না, বরং সরকারি তহবিলে যাকাত প্রদানে উৎসাহিতকরণ, মাদক, বাল্যবিয়ে, সন্ত্রাস ও দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি এবং টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়নসহ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বার্তা কোনো পারিশ্রমিক ছাড়াই মাঠপর্যায়ে পৌঁছে দিচ্ছেন। অথচ অবমূল্যায়নের কারণে বর্তমানে তাদের নিজেদের জীবনই চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছে।

প্রকল্পটি দ্রুত রাজস্ব খাতে স্থানান্তর, সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সংশ্লিষ্ট জনবলকে সরকারি গ্রেড অনুযায়ী বেতন-ভাতা প্রদান এবং চাকরি স্থায়ী করার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি জোর দাবি জানানো হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মউশিক শিক্ষক কল্যাণ পরিষদের দামুড়হুদা উপজেলা শাখার সভাপতি সানোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম, শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ঝিনাইদহে শিক্ষক-কর্মচারীদের স্মারকলিপি প্রদান

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত ‘মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম’ প্রকল্পের শিক্ষক, শিক্ষিকা, কেয়ারটেকারসহ সংশ্লিষ্ট জনবলকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর এবং সরকারি গ্রেডে বেতন-ভাতা প্রদানের দাবি জানানো হয়েছে।

সোমবার (১৮ মে) দুপুরে কেন্দ্রীয় কর্মসুচির অংশ হিসেবে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এই দাবি উত্থাপন করেন প্রকল্পের শিক্ষক ও কর্মচারীরা। এর আগে তারা নিজেদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনার কথা উল্লেখ করে ঝিনাইদহের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ সাইফুর রহমানের কাছে একটি স্মারকলিপিও প্রদান করেন।

এ সময় মউশিক শিক্ষক কল্যান পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হাফেজ মাওলানা ইমরান হোসেন, সহ-সভাপতি হাফেজ মাওলানা খায়রুল ইসলাম, মাওলানা আলী আজম, মাওলানা শিহাব উদ্দীন ও ফারুক হোসেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে জানানো হয়, ১৯৯৩ সালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উদ্যোগে এই যুগান্তকারী শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পটি চালু হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেশের শিক্ষা বিস্তার, নৈতিক মূল্যবোধের জাগরণ এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণে প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। ইতোমধ্যে অত্যন্ত

সফলভাবে ৭টি পর্যায় সম্পন্ন করে প্রকল্পটি বর্তমানে ৮ম পর্যায়ে পদার্পণ করেছে।

বর্তমানে এই প্রকল্পে ঝিনাইদহের ৯০৭টি কেন্দ্রে সমপরিমান শিক্ষকসহ সারা দেশে ৭১,৯৪৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারী নিয়োজিত আছেন। সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা অভিযোগ করেন, দীর্ঘ বছর ধরে অত্যন্ত স্বল্প ভাতা এবং চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে তারা সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয় শুধু পাঠদানই নয়, শিক্ষকরা সরকারি তহবিলে জাকাত প্রদানে মুসল্লিদের উৎসাহিত করেন এবং নিজস্ব উদ্যোগে জাকাত সংগ্রহ করে থাকেন। এছাড়া মাদক, বাল্যবিয়ে, সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়নসহ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বার্তা তারা কোনো পারিশ্রমিক ছাড়াই মাঠপর্যায়ে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। অথচ অবহেলা আর অবমূল্যায়নের কারণে বর্তমানে তাদের নিজেদের জীবনই চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

সংবাদ সম্মেলন এই মহৎ ও সফল প্রকল্পটি দ্রুত রাজস্ব খাতে স্থানান্তর, সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা, কেয়ারটেকার ও সংশ্লিষ্ট জনবলকে সরকারি গ্রেড অনুযায়ী বেতন-ভাতা প্রদান ও চাকরি স্থায়ী করার মাধ্যমে তাদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবী করে শিক্ষক-কর্মচারীদের এই মানবিক ও যৌক্তিক দাবি পূরণে সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জোর আহ্বান জানানো হয়।

জেলা প্রশাসকের দপ্তর ছাড়াও ঝিনাইদহজেলার অন্যান্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকটেও এই স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

প্রকাশ পেল খালিদ মোশারফের বই ‘শিক্ষক, শিক্ষা ও প্রজন্ম’

প্রকাশিত হল মেহেরপুরের তরুণ লেখক খালিদ মোশারফের রচিত বই-‘শিক্ষক শিক্ষা ও প্রজন্ম’ । উল্লেখ্য খালিদ মোশারফ আইইআর,

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তণ শিক্ষার্থী। ‘শিক্ষক শিক্ষা ও প্রজন্ম’ বইটি খালিদ মোশারফের প্রকাশিত চতুর্থ বই। ইতিপূর্বে খালিদ মোশারফের শিক্ষা নিয়ে ’শিক্ষা ও শিক্ষক’ আরেকটি প্রবন্ধ গন্থ প্রকাশিত হয়েছে। দুইটি বই রকমারিসহ অন্যান্য অনলাইন দোকানে পাওয়া যাবে।

’শিক্ষক, শিক্ষা ও প্রজন্ম’ বইটি মূলত বিস্তৃত ক্যানভাসে শিক্ষা নিয়ে একটি গভীর অনুসন্ধানমূলক পদচারণা।’বইটিতে একদিকে যেমন বিদ্যালয় পরিচালনার আধুনিক রূপরেখা ও দায়বদ্ধতার কথা বলা হয়েছে, অন্যদিকে তুলে ধরা হয়েছে আলোকিত মানুষ গড়ার নেপথ্যে থাকা শিক্ষকদের শিক্ষাকর্ম।।

বইটির অন্যতম প্রধান একটি আকর্ষণ হলো বাংলা সিনেমায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্কের সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক পর্যালোচনা। আমাদের দেশীয় পরিচালকরা ক্যামেরার লেন্সের ভেতর দিয়ে কীভাবে শিক্ষাগুরু, শিষ্য এবং বিদ্যাপীঠের পরিবেশকে তুলে ধরেছেন, তা আমাদের সামাজিক বিবর্তনেরই এক প্রামাণ্য দলিল। এই দেশজ প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি বইটিতে যুক্ত করা হয়েছে বিশ্ববিখ্যাত সিনেমাগুলোতে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও ক্লাসরুমের চিত্রায়ন নিয়ে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়। এর ফলে পাঠক খুব সহজেই দেশীয় সীমানা পেরিয়ে বৈশ্বিক শিক্ষাদর্শন ও শ্রেণিকক্ষের এক তুলনামূলক চিত্র পেয়ে যাবেন।

সিনেমা যেমন দৃশ্যের ভাষায় কথা বলে, সাহিত্য তেমনি শব্দের মায়াজালে সমাজ বাস্তবতাকে তুলে ধরে। বাংলা গল্প ও উপন্যাসে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং ক্লাসরুম কীভাবে চিত্রিত হয়েছে, তা নিয়ে এই গ্রন্থে রয়েছে একটি গভীর অনুসন্ধানমূলক পাঠ। বাংলা সাহিত্যের পাতায় আধুনিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক এই রূপরেখা পাঠকের সামনে নতুন ভাবনার দুয়ার উন্মোচন করবে।

বাঙালি জীবনে শিক্ষা নিয়ে আলোচনা হবে, অথচ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গ আসবে না, তা তো কল্পনাই করা যায় না। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার চার দেয়াল ভেঙে প্রকৃতির কোলে মুক্ত শিক্ষার যে স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন, তা আজও সমান প্রাসঙ্গিক। বইটিতে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন এবং তাঁর গল্প-প্রবন্ধে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর রূপায়ণ নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

এছাড়াও, আগ্রহী পাঠকদের জ্ঞানতৃষ্ণা মেটাতে বইটিতে সংযোজন করা হয়েছে শিক্ষা বিষয়ক বিখ্যাত বেশ কিছু বইয়ের একটি সমৃদ্ধ তালিকা। সাথে রয়েছে সমকালীন ও চিরায়ত নানা প্রেক্ষিত নিয়ে শিক্ষা বিষয়ক আরও কিছু প্রবন্ধ, যা বইটির বিষয়বস্তুকে করেছে আরও পূর্ণাঙ্গ।

পরিশেষে বলা যায়, এই বইটি কেবল শিক্ষক, শিক্ষার্থী বা গবেষকদের জন্য নয়; বরং সাহিত্যপ্রেমী, সিনেমাপ্রিয় এবং শিক্ষানুরাগী—সবার জন্যই এক অমূল্য সংগ্রহ। ক্লাসরুমের ভেতরের এবং বাইরের এই বিস্তীর্ণ জগতকে নিয়ে আমাদের এই বিশ্লেষণমূলক যাত্রা পাঠকের মনোজগতে নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করবে এবং শিক্ষাকে এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে সাহায্য করবে—এটাই একান্ত প্রত্যাশা।

দামুড়হুদায় দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থী নির্যাতনের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলা সদরের ফাস্ট মাল্টিমিডিয়া নামের একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থী নির্যাতনের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় এলাকায় ক্ষোভ ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) বেলা ১২টার দিকে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর পরিবার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।

ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর পিতা রকিবুল ইসলাম (রিপন) অভিযোগে জানান, তার ছেলে রাহাত হুসাইন (১২) গুলশান পাড়ার ফাস্ট মাল্টিমিডিয়া স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। অভিযুক্ত শিক্ষক আব্দুল মুকিত (৩০) ও হুমায়ন (২৮) দীর্ঘদিন ধরে তার ছেলেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করে আসছেন।

অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, সামান্য কারণ বা বিনা কারণেই

শিক্ষার্থীর কান ধরে টানা, চুল টেনে ধরা, শরীরে চিমটি কাটা, এমনকি মাথায় আঘাত করার মতো অমানবিক আচরণ করা হতো। প্রায় ১৫ দিন আগে মারধরের এক ঘটনায় শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে চিকিৎসা নিতে হয়।

পরিবারের দাবি, বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বরং অভিযোগ করার পর নির্যাতনের মাত্রা আরও বেড়ে যায়।

সর্বশেষ গত ২৬ এপ্রিল সকাল ১১টার দিকে ক্লাস চলাকালে শিক্ষার্থীকে ভয়ভীতি দেখিয়ে চুল ধরে টেনে মাথা নিচু করে পায়ের মাঝে ঢুকিয়ে বাঁশের লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ি মারধর করা হয়। এতে শিশুটির পিঠ, কোমরসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর জখম হয়।

এ ঘটনার পর অভিভাবক প্রতিবাদ জানাতে গেলে অভিযুক্ত শিক্ষকরা তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং মারমুখী আচরণ করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এমনকি “ছেলেকে মেরেছি, যা পারিস করে নে” বলে হুমকি দেওয়া হয় বলেও জানান তিনি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে এর আগেও শিক্ষার্থী মারধরের অভিযোগ রয়েছে। তবে প্রভাবের কারণে কেউ মুখ খুলতে সাহস পায়নি।

অভিযোগের বিষয়ে ফাস্ট মাল্টিমিডিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক মাসুম বিল্লাহ বলেন, “এ বিষয়ে আমি কিছু জানি না, আমাকে কেউ কিছু বলেনি। বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।”

এদিকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উবায়দুর রহমান সাহেল বলেন, “অভিযোগ পেয়েছি। শিশুটিকে দেখেছি। তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

ভুক্তভোগী পরিবার ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে। সচেতন মহলও দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ কামনা করেছে, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধ করা যায়।

গাংনীতে মাধ্যমিক শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ সমিতির বার্ষিক সম্মেলন

মেহেরপুরের গাংনীতে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ সমিতির বার্ষিক সম্মেলন ও অবসর সুবিধা প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ সমিতির আয়োজনে সমিতির নিজস্ব কার্যালয়ে সমিতির সভাপতি সৈয়দ জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমান বাবলুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক, সমিতির সাবেক সভাপতি জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক গোলাম মোস্তফা, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রমজান আলী, সাবেক প্রধান শিক্ষক জালালউদ্দিন, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আবুল কাশেম, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আক্কাচ আলী, যমুনা ব্যাংকের ব্যবস্থাপক জিয়াউর রহমান, প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক দিলরুবা ইয়াসমিন, প্রধান শিক্ষক আনিচুর রহমান, প্রধান শিক্ষক আব্দুর রশিদসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমিতির সভাপতি সৈয়দ জাকির হোসেন। সমিতির সাধারণ সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমান বাবলু বিগত সময়ে সমিতির বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন। তিনি বর্তমান কমিটি সমিতির সদস্যদের কল্যাণে কী কী কাজ করেছেন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে সদস্যদের অবহিত করেন।

সভায় জানানো হয়, সমিতির সদস্যদের কল্যাণে ৫ লাখ টাকা স্থায়ী আমানত (ডিপোজিট) হিসেবে জমা করা হয়েছে। এছাড়া সমিতির গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেন সদস্যরা।

অনুষ্ঠানে সমিতির যে সকল সদস্য ইতোমধ্যে অবসরে গেছেন, তাদের মধ্যে অবসর সুবিধা বাবদ প্রায় ৪ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়। সমিতির সম্পাদক বার্ষিক প্রতিবেদনে বিগত সময়সহ বর্তমান পর্যন্ত আর্থিক

হিসাব উপস্থাপন করেন।

সভায় সমিতির নিজস্ব কার্যালয়ে কমিউনিটি সেন্টার বা কার্যালয়ের সামনে মার্কেট নির্মাণের বিষয়ে সদস্যদের মতামত নেওয়া হয় এবং ভবিষ্যতে কমিউনিটি সেন্টার বা মার্কেট নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অনুষ্ঠানে সমিতির প্রায় ৫ শতাধিক শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মনোজ্ঞ সংগীত পরিবেশন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সমিতির সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

মেহেরপুর মহিলা দাখিল

মাদ্রাসার সুপারের বিরুদ্ধে

শিক্ষকের নানা অভিযোগ

মেহেরপুর শহরের মহিলা দাখিল মাদ্রাসার সুপার রাবেয়া জামান-এর বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম ও প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনার অভিযোগ তুলেছেন মাদ্রাসার ১৮ জন শিক্ষক। এসব অভিযোগ লিখিতভাবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও), উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এবং জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার বরাবর দাখিল করা হয়েছে।

অভিযোগের প্রেক্ষাপটে প্রকাশ পেয়েছে, মাদ্রাসাটির সাম্প্রতিক বছরের পরীক্ষার ফলাফলের চরম অবনতি। ২০২৫ সালের দাখিল পরীক্ষায় মাদ্রাসা থেকে অংশ নেয় ২৪ জন পরীক্ষার্থী, যার মধ্যে মাত্র ৩ জন পাস করে, ফেল করে ২১ জন। পাসের হার দাঁড়িয়েছে মাত্র ১২.৫ শতাংশ।

তুলনামূলকভাবে দেখা যায়, ২০২৪ সালে ২০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৯ জন পাস করেছে, পাসের হার ছিল ৯৫ শতাংশ।

২০২৩ সালে ২০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১২ জন পাস করেছে, পাসের হার ছিল ৬০ শতাংশ।

এক বছরের ব্যবধানে ফলাফলের এমন ভয়াবহ পতন নিয়ে শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

শিক্ষকদের অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, বেতন বইতে স্বাক্ষর না করার বিষয়ে অ্যাডহক কমিটির নির্দেশনা থাকলেও দীর্ঘদিন ধরে কোনো কমিটি গঠন করা হয়নি। বিষয়টি একাধিকবার জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে অবহিত করা হলেও শুরুতে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ করা হয়।

অভিযোগপত্রে আরও বলা হয়, সুপার রাবেয়া জামান ১৮৭৯ সালের চাকরি বিধি লঙ্ঘন করে ২০০৪ সাল থেকে মেহেরপুর টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন, যা বিধিবহির্ভূত। এছাড়া তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গেলে সংশ্লিষ্টদের মামলা করার হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগও তোলা হয়েছে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ জানান, একটি প্রকল্পের আওতায় তিনি সেখানে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে ক্লাস নিয়েছিলেন। বর্তমানে প্রকল্পটি বন্ধ রয়েছে।

শিক্ষকরা আরও অভিযোগ করেন, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অ্যাডহক কমিটি গঠনের নির্দেশনা দিলেও সুপার এ বিষয়ে চরম উদাসীনতা দেখিয়েছেন। কয়েক মাস আগে নতুন ভবন হস্তান্তর করা হলেও বিদ্যুৎ সংযোগ ও প্রশাসনিক জটিলতার কারণে ভবনটি এখনো ব্যবহার করা যাচ্ছে না।

কমিটি না থাকায় এমপিও সংশোধন প্রক্রিয়ায় পোস্ট অফিসের নাম ভুল সংশোধন করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে মাসিক বেতন-ভাতা উত্তোলন এবং ইএফটি কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে বলে জানান শিক্ষকরা।

এ বিষয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রতিম শীল বলেন, “মেহেরপুর দাখিল মহিলা মাদ্রাসার সুপারের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে আমরা অবগত। অভিযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।”

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জানান, অভিযোগগুলোর কিছু অংশ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সুপারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে।

তবে অভিযোগ অস্বীকার করে সুপার রাবেয়া জামান বলেন, “অভিযোগগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। বরং তারা আমাকে মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে হেনস্তা ও লাঞ্ছিত করে।” একাধিক প্রতিষ্ঠানে চাকরির বিষয়ে তিনি দাবি করেন, তার সব নিয়োগই বৈধ।

উল্লেখ্য, মাদ্রাসাটি ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে এখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত থাকলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পরীক্ষার ফলাফল ধারাবাহিকভাবে অবনতির দিকে যাচ্ছে। শিক্ষকরা মনে করছেন, দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলাই এর অন্যতম কারণ।

ঘটনাটি মাদ্রাসা অঙ্গনে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। এখন শিক্ষা বোর্ডের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা।

বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতার আগের দিন বিকালে নোটিশ জারি!

মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা শুরু হচ্ছে আজ ১৯ জানুয়ারি সোমবার থেকে। সকাল ৯টায় শুরু হবে প্রভাতি শাখার এবং দুপুর সাড়ে ১২টায় দিবা শাখার।

অথচ কয়েক ঘন্টা আগে গতকাল ১৮ জানুয়ারি রবিবার বিকালে বিদ্যালয় ছুটি হওয়ার পরে নোটিশ জারি করা হয়েছে। যা নিয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষাথী ও অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

নাম পরিচয় গোপন রাখার শর্তে একজন অভিভাবক বলেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফ স্বৈরাচার মনোভাব নিয়ে যখন যা খুশি তাই করছেন। শিক্ষকদের দিয়ে মেয়েদের নানা রকম ভয়ভীতি দেখান, যে কারণে কেউ কথা বলতে রাজি হয় না। আগামীকাল (আজ) সোমবার সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা শুরু হবে আর আজ (গতকাল রবিবার) বিকালে

নোটিশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিযোগীতার প্রস্তুতির জন্য নুন্যতম সময় তারা দেয়নি। এ ধরণের ঔধত্যপূর্ণ আচরণের বিচার হওয়া উচিত।

বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক জানান, ‘সারাদিন বিদ্যালয়ে ছিলাম কিন্তু কিছুই জানলাম না। বিকাল বেলায় ফেসবুকে দেখলাম সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতার নোটিশ। নোটিশে বলা আছে কালকে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা শুরু হবে। এটা কোনভাবেই হতে পারে না।’

বিদ্যালয়ের জারিকৃত নোটিশে বলা হয়েছে, ১৯ জানুয়ারি সকাল ৯টায় প্রভাতি শাখা ও দুপুর সাড়ে ১২টায় দিবা শাখার ছাত্রীদের রবীন্দ্রসংগীত ও দেশাত্মবোধক সংগীত প্রতিযোগীতা হবে।

২০ জানুয়ারি মঙ্গলবার একই সময় অনুযায়ী আবৃত্তি, লোকসংগীত, নজরুলগীতি ও একক অভিনয় প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হবে।

২১ জানুয়ারি বুধবার উভয় শিফট একই সঙ্গে সকাল ৯টায় প্রতিযোগীতা হবে, তবে কোন বিষয় উল্লেখ করা হয়নি।

২৬ জানুয়ারি সোমবার সকাল ৯টায় উভয় শিফটের একই সঙ্গে একক নৃত্য প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হবে।

তবে এ বিষয়ে কথা হয় মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতার আহবায়ক জনি আলমের সাথে।

তিনি বলেন, হেড স্যারের নির্দেশে তড়িঘড়ি করে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আপনি যে অভিযোগ করছেন, একই অভিযোগ অভিভাবকরাও করছেন। এ ধরণের অনষ্ঠানের প্রস্তুতি হিসেবে একটু সময় দেওয়া প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আমার কিছু করার নেই। আজ বিকালে (গতকাল রবিবার) নোটিশ জারি করা হয়েছে বলেও তিনি স্বীকার করেন।

নির্দিষ্ট ছাত্রীদের বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে তড়িঘড়ি করে এমন সিদ্ধান্ত কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, এমনটি সঠিক নয় বলে ব্যস্ততা দেখিয়ে আর কথা বলতে চাননি।

মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফ বলেন, আমরা ১৩ তারিখ থেকে বাচ্চাদের (ছাত্রীদের) বলে আসছি। কিন্তু কেন যে ভুল করে আজ ১৮ জানুয়ারি নোটিশ করা হলো বুঝতে পারলাম না। এটা ভুলে হতে পারে। তবে ছাত্রীরা সব জানে কবে কখন কোন প্রতিযোগীতা হবে।

মেহেরপুরের মোমিনপুরে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম এর জানাযায় মানুষের ঢল

মেহেরপুর সদরের মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষক (ধর্মীয়) মাওলানা সিরাজুল ইসলাম (ছোট হুজুর) এর জানাযা শেষে দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

গতকাল শনিবার বাদ যোহর মোমিনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে জানাজা নামাজ শেষে মোমিনপুর কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। বার্ধক্য জনিত কারণে তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার ভোর সাড়ে পাঁচটায় নিজ বাড়ীতে মৃত্যুবরণ করেন।

মাওলানা সিরাজুল ইসলাম ১৯৭৪ সালে মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতা শুরু করেন। তার নিজ জেলা নোয়াখালী। ২০১৮ সালে তিনি চাকুরী জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অবিবাহিত, ছোট ভাইয়ের সাথেই তিনি বসবাস করতেন। তিনি ছিলেন, পরহেজগার, খোদা ভীরু, পরোপকারী, সহজ সরল সাদা মনের মানুষ । তিনি তার সারাজীবনের সঞ্চয় দিয়ে এতিম ও দরিদ্র বাচ্চাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন এবং তিনটি মাদ্রাসা নির্মাণ করেন বলে জানান স্থানীয়রা। অনেক ছাত্রকে লেখাপড়ার খরচ চালিয়ে প্রতিষ্ঠিত আলেম করেছেন। তিনি এলাকার সুধী জনদের প্রিয়পাত্র ছিলেন।

তার একজন ছাত্র বলেন, হুজুর ব্যক্তিজীবনে একেবারেই সাদামাটা জীবন যাপন করেছেন, এক দুই সেট কাপড়েই তিনি বছর পার করতেন। তার ছিল না কোনো ব্যাংক ব্যালেন্স, জীবনের সমস্ত ইনকাম তিনি এভাবেই ব্যয় করে গেছেন। তিনি একজন নির্লোভ ও দুনিয়া বিমুখ মানুষ ছিলেন, তার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। শেষ জীবন পর্যন্ত দুনিয়ায় কোনো মোহ তাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। শেষের দিকে তিনি কিছুটা মানষিক ভারসাম্য হীনতায় ভুগলেও মসজিদেই তার মনটা সব সময় পড়ে থাকতো। মসজিদেই আল্লাহর ধ্যানে সময় পার

করতেন।

তার মৃত্যুর খবরে জানাযায় হাজারো মানুষের ঢল নামে। জানাযায় বক্তব্য রাখেন, সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন, জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা তাঁজ উদ্দীন খান, আলহাজ্ব মাওলানা তালিব উদ্দীন, বারাদী মাদ্রাসার মুহতামীম শফিকুল ইসলাম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সিরাজুস সালেকীন।

এ-সময় এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি বর্গ, আপামর জনতা ও তার হাতে গড়া অসংখ্য হযরত মাওলানা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ বেসরকারি শিক্ষক ও কর্মচারী ফোরামের মেহেরপুর সদর উপজেলা কমিটি গঠন

বাংলাদেশ বেসরকারি শিক্ষক ও কর্মচারী ফোরামের মেহেরপুর সদর উপজেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

মেহেরপুর বেসরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের হলরুমে আয়োজিত এক সভার মাধ্যমে ৫১ সদস্যবিশিষ্ট এই কমিটি গঠিত হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. রুহুল আমিনকে

সভাপতি এবং টেংরামারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. ফজলুল হককে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।এছাড়াও সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন বলিয়ারপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. আখতারুজ্জামান।

কমিটি গঠন অনুষ্ঠানে জেলা কমিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থেকে নবগঠিত কমিটিকে শুভেচ্ছা জানান।

মেহেরপুরে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা সম্পন্ন

মেহেরপুরে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে জেলার ৭টি কেন্দ্রে একযোগে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে মোট ৪ হাজার ৭শ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণের কথা থাকলেও পরীক্ষায় ১ হাজার ১৯ জন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিলেন।

পরীক্ষা চলাকালে কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করেন, জেলা প্রশাসক ড. এনামুল কবির, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ এবং মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম।

প্রশাসন সূত্র জানায়, সুষ্ঠু, নকলমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পরীক্ষাকালীন সময়ে কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।